উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান সিনিয়র সহকারী জজ, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং-
তারিখ-

অদ্য এস আর ও নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। অতপর নথি নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে শুনানীর জন্য গ্রহন করা হলো।

নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম । অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদীপক্ষ বোয়ালখালী সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত বিগত ০২/১১/১৯৪২ ইং তারিখের ৫৯১৩ নং কবলা দলিল জাল ফেরবী ও অকার্যকর মর্মে ঘোষনার প্রার্থনায় ১-২১ নং বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন।

বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৩৯ বিধি ১ ও ২ তৎসহিত পঠিত ১৫১ ধারার বিধানমতে ১-৭ নং বিবাদীগনের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন।

বাদীপক্ষের কেস সংক্ষেপে এই, বাদীগণ নালিশী পুকুরে আর এস রেকর্ডী আবদুস ছত্তার এবং তৎ পরবর্তী আমিন রহমানের ও আমজু মিয়ার ধারাবাহিকতায় মৎসাদি জিয়ানে শিকারে অন্যান্য সহ-অংশীদারগনের সহিত যৌথভাবে তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি ভোগদখলকার স্থিত আছে। বিগত ০১/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বাদীগণের নালিশী সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই দাবি করিয়া নালিশী পুকুর ব্যবহারে বাধা প্রদান করেন এবং দাবি করেন যে বাদীগনের পূর্ববর্তী আমিনুর রহমান ও আবদুস ছত্তার ০২/১১/১৯৪২ ইং তারিখে ৫৯১৩ নং কবলামূলে বিবাদীদের পূর্ববর্তী ছমিউদ্দিন সারাং বরাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন। উক্ত দলিলের বিষয় শুনে বাদীগণ আশ্চার্যান্বিত হন এবং তাদের পূর্ববর্তীরা উক্ত দলিল সম্পাদন করেননি মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ উক্ত দলিল জাল ফেরবী ও অকার্যকার দাবি করেন। বিগত ০৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ নালিশী পুকুর পাড়ে উপস্থিত হয়ে বাদীগণ কে নালিশী পুকুর ব্যবহার করতে বাধা প্রদান করায় এবং নালিশী পুকুর অন্যত্র হস্তান্তরের হুমকি প্রদর্শন করায় অনন্যপায় হয়ে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেন।

বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে অত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস বিদ্যমান আছে এবং সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বাদীপক্ষের অনুকুলে এবং যদি নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তাহলে বাদীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতি হইবে যা অর্থ দিয়ে মেটানো সম্ভবপর নাও হতে পারে।

১-৭ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ নিষেধাজ্ঞা দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করেন। তাদের আপত্তির মূল বক্তব্য হলো, তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক আবদুল ছত্তার ও মকবুল আলীর ছিল এবং তাদের নামে আর এস ১২৩৯ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। আবদুল ছত্তার নালিশী ২৪০০ দাগে ৪ শতক ভুমি প্রাপ্ত হয়ে তিনি স্বয়ং এবং পুত্র ও ভগ্নী মিলে ০২/১১/১৯৪২ ইং তারিখে ৫৯১৩ নং কবলামুলে ৩.৬৬ শতক ভুমি ছমিউদ্দিন বরাবর হস্তান্তর করেছেন। পরবর্তীতে বি এস খতিয়ান ছমিউদ্দিনের ওয়ারীশ সোনা মিয়া ও লাল বিবির নামে হয়। লাল বিবি তৎ স্বত্ব ৬/৭ নং বিবাদীকে দান করেন। এভাবে ১-৭ নং বিবাদীগণ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে নালিশী পুকুর অপরাপর শরীকদারদের সহিত একত্রে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। বিবাদীর পূর্ববর্তীর দলিল সঠিক ও সত্য। বাদীপক্ষ সম্পূর্ন মিথ্যা উক্তিতে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করায় উহা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাত ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, উভয়পক্ষ দাবি করেছেন যে নালিশী সম্পত্তি পুকুর ও এজমালে অন্যান্য শরীকগনের সাথে তারা ভোগদখলে নিয়ত আছেন। বাদীপক্ষ বিবাদীদের পূর্ববর্তীর ০২/১১/১৯৪২ ইং তারিখের ৫৯১৩ নং কবলা দলিল জাল ফেরবী দাবি করিয়া বিবাদীদের কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই মর্মে দাবি করলেও প্রতীয়মান হয় যে উক্ত সম্পত্তি খরিদের পর বিবাদীদের পূর্ববর্তীর নামে বি এস খতিয়ান হয়েছে। যেহেতু তর্কিত কবলা দলিল ৩০ বছরে উর্ধ্বে এবং বহু বছরের পুরনো একটি রেজিষ্টার্ড দলিল সুতরাং সাক্ষ্য প্রমানের মাধ্যমে উহা জাল প্রমাণিত হবার আগ পর্যন্ত উক্ত কবলা দলিল সহি ও শুদ্ধ কবলা মর্মে বিবেচ্য হইবে। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ০২/১১/১৯৪২ ইং

তারিখের ৫৯১৩ নং কবলা দলিল জাল ফেরবী ও বাধ্যকর নয় দাবিতে অত্র মামলা করেছেন অথচ উক্ত সম্পত্তিতে বাদীগণ কোন স্বত্বের প্রতিকার প্রার্থনা করেননি। স্বত্বের প্রতিকার ব্যাতিরেকে অত্র মামলা আইনত অচল মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় অত্র মামলায় বাদীপক্ষের কোন প্রাইমা ফেসী কেস নেই বলে আমি মনে করি। সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বিবাদীপক্ষের অনূকুলে এবং নিষেধাজ্ঞার আদেশ হলে বাদীপক্ষের তুলনায় বিবাদীপক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। সার্বিক বিবেচনায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ১৮/০৩/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ----------ইং মামলা রক্ষনীয়তা শুনানী।